দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ ... SEP ...
পৃঃ 7 কলাম 2

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষক

পিএফ থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ ।। বিরূপ প্রতিক্রিয়া

শরীফউদ্দিন সবুজ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঃ সম্প্রতি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ পিএফ একাউন্ট থেকে সহজশর্তে ঋণ নিতে পারতেন এবং ঋণের টাকা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে প্রবর্তিত সরকারি এ নিয়মের ফলে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের অহেতুক হয়রানির শিকার হতে হবে।

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষক সূত্রে জানা গেছে, তাদের জন্য গঠিত প্রভিডেন্ট ফান্ড একাউন্টে সরকারি কোন দান বা অনুদান নেই। শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের নিজস্ব অর্থে এবং প্রতিষ্ঠানের দেয়া সমপরিমাণ অর্থে এ ফান্ড গঠিত হয়। ব্যাংকে প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক একাউন্ট থাকে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে এ একাউন্ট পরিচালিত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা তাদের প্রয়োজনে এ ফান্ড থেকে ঋণ নিতে পারেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে প্রাইভেট পড়িয়ে বিপুল অংকের আয়ের সুযোগ নেই, সেখানে শিক্ষকদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পড়াশোনা, বিয়ে, চিকিৎসার মতো বিশেষ প্রয়োজনের সময় এ প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঋণই ভরসা। আগে ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি ছিল বেশ সহজ। ঋণ গ্রহীতারা ঋণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে লিখিত আবেদন করতেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতেন।

কিন্তু সম্প্রতি সরকারি এক আদেশের মাধ্যমে এ ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া জটিল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে স্মারক নম্বর ৮৮৪৫(৩৫০০)/২০০৩১৫/১২/৮৬-এর বরাত দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানোর নির্দেশে বলা হয়েছে, এখন থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে পাঠানো মুদ্রিত ফরম পূরণ করে প্রথমে উপপরিচালকের (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ) অফিসে পাঠাতে হবে। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌর চেয়ারম্যান প্রদত্ত জাতীয়তার সার্টিফিকেটসহ কাগজপত্র উপপরিচালকের অফিসে পাঠিয়ে অনুমোদন করাতে হবে। উপপরিচালকের অনুমোদন ছাড়া ঋণের টাকা ওঠানো যাবে না। এছাড়াও ঋণের টাকা ওঠাতে ডিডির অনুমোদন লাগবে।

নতুন এ নিয়মকে শিক্ষকরা হয়রানিমূলক বলে অভিহিত করেছেন। তাদের অভিযোগ, এ নিয়মের ফলে প্রথমত তাদের ম্যানেজিং কমিটি, ইউপি চেয়ারম্যান বা পৌর চেয়ারম্যানের কাছে ধরনা দিতে হবে। এরপর শুরু হবে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে ধরনা দেয়ার কাজ। ফাইল ছাড়ানোর জন্য টেবিলে টেবিলে তদ্বির, উৎকোচ প্রদান করতে হবে। এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অধিদপ্তরে আসা-যাওয়ার খরচ হবে স্কুল, মাদ্রাসা শিক্ষকদের কষ্টার্জিত টাকা, শ্রম, সময়। অধিদপ্তরে আসা-যাওয়ায় সময় নষ্ট হওয়ার ফলে তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হবে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাদান থেকে বঞ্চিত হবে।

বিশেষ প্রয়োজন বা আকস্মিক বিপদ ছাড়া শিক্ষকরা সাধারণত প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেন না। কিন্তু নতুন নিয়মের ফলে হয়ত দেখা যাবে, ঋণের টাকা পেতে পেতে তার প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে। এ তহবিলে যেহেতু সরকারের কোন অবদান নেই, তাই শিক্ষকরা সরকারি এ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবি জানান।